সংবাদ।

913

তারিখ ৬।৭।৮১

পৃষ্ঠা

154

পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্য বই

বাংলাদেশ স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড পঞ্চম শ্রেণীর জন্য পাঠ্য বই হিসেবে 'আমার বই' ও চয়নিকা নামে দুটো বই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। পঞ্চম শ্রেণীর অপেক্ষাকৃত কচি ছেলেমেয়েদের জন্য দুটো বই পাঠ্য করা কতখানি যুক্তিসঙ্গত তা বোর্ডকে বুঝানো সম্ভব নয়। পাঠ্য বই নির্ধারণের ব্যাপারে বোর্ডের নিজস্ব লেখক বা সম্পাদক মন্ডলী যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তা নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। আমাদের প্রশ্নঃ ছাত্রছাত্রীদের ঘাড়ে বই-এর বোঝা চাপিয়ে কচি মনে শিক্ষার প্রথম স্তরেই বিরক্তি ধরিয়ে লাভ কি? নাকি বোর্ড মনে করেন শুধু বোর্ডের নির্ধারিত দুটো বাংলা বই পড়াতেই শেষ? তাহলে বিভিন্ন পরিবেশ পরিচিতি সহ ইত্যাদি প্রকাশ করলেন কেন? বোর্ডের বই ছাড়া আরো কত বই ছাত্রছাত্রীদের পড়তে হয় বোর্ড কি তা ভুলে গেছেন?

আমার বই-এ রয়েছে ১৫টি গদ্য ও ১৪টি পদ্য। ১২০ পাতার ম্যাগাজিন সাইজের এই বইখানা পড়ে প্রশ্নোত্তর ঠিক করতে কত সময় লাগতে পারে বোর্ড কি তা বিবেচনা করেছেন? এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে বইখানা রচনায় রয়েছেন বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য ৪ জন সাহিত্যিক এবং সম্পাদনায় রয়েছেন ২ জন ডঃ সহ ৫ জন খ্যাতনামা সাহিত্যিক এ প্রসঙ্গে আর উল্লেখ্য যে গদ্যাংশে কোন লেখা কোন লেখকের তা কোন রচনার সাথে উল্লেখ নেই। কবিতাংশে রয়েছে বাংলা সাহিত্যের উল্লেখ যোগ্য কবিদের কবিতা। সম্পাদক মন্ডলীর কোন ভূমিকাও বইটিতে নেই।

চয়নিকা বইখানাতে রয়েছে ১৫টি গল্প, ১২টি কবিতা ও ছড়া এবং বিভিন্ন রকমের প্রবন্ধ রয়েছে ৭টি। ম্যাগাজিন সাইজের এ বইখানার পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৯। পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে একত্রে এই দুটো বই-এর এতগুলো গল্প কবিতা ও প্রবন্ধ পাঠ বা মুখস্ত করা কতখানি কষ্ট সাধ্য বোর্ড নিশ্চয় তা ভেবে দেখেননি। ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর বেলায়ও একই কথা খাটে।

কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমরা বলতে চাই প্রাইমারী সেকশন থেকে খড়ার উপর খাড়ার ঘা চয়নিকা বইখানা বাতিল করে দেয়া হোক। এবং শিশুদের উপর থেকে বই এর বোঝা কমানো হোক।

—শা ম শহীদুল ইসলাম সহকারী শিক্ষক শহীদ আবু তালেব শিক্ষা নিকেতন ১০ নং মীরপুর, ঢাকা-১৬।